থর্নডাইক অমনিবাস

তমোঘ্ন নস্কর এবং প্রিয়া ঘোষ

বেঙ্গল ট্রয়কা পাবলিকেশন

সূচিপত্র

অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড	তমোঘ্ন নস্কর	৯
দি কেস অফ প্রিমেডিটেশন	প্রিয়া ঘোষ	৪১
প্রতিধ্বনি	তমোঘ্ন নস্কর	৭৬
দ্য মোয়াবাইট সাইফার	তমোঘ্ন নস্কর	১১৬
দ্য ম্যান্ডারিনস পার্ল	প্রিয়া ঘোষ	১৪৫
দ্য ব্লু সিকুইন	প্রিয়া ঘোষ	১৭৩

অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড

সময়ের হুড়কো আমাদের পিছু ছাড়ে না। যখন ডাক্তারি করতাম পুরোদমে, তখন ভেবেছিলাম যে, একমাত্র ডাক্তারদের সময়-অসময়, খাওয়া-দাওয়া, শোয়া-বসা, ঘর-সংসার— কিছু থাকে না। মানে এই হয়তো আপনি শুতে যাচ্ছেন অমনি চমকে দিয়ে বেজে উঠল কলিং বেল। দরজা খুলেই দেখলেন কাঁচুমাচু মুখে সামনে দাঁড়িয়ে রুগীর বাড়ির লোক। ব্যস, এর থেকে বড়ো সত্য ডাক্তারের কাছে আর কিছু হয় না। অতএব...

বিধাতাপুরুষ বুঝি মুখ টিপে হেসেছিলেন। যেদিন থেকে বন্ধুর ডাক্তার জীবনের অভিযোগ শুনে ইয়ার্ডের ফরেনসিকে এসে ঢুকলাম, ডাক্তারি ছেড়ে সরকারি চাকরি নিলাম, ব্যস, যেটুকু বাকি ছিল সেটা হয়ে গেল। মানে সেদিন থেকে বুঝলাম, স্নানের সময়টুকুও চুরি হল। যে কোনও সময় দরজায় করাঘাত পড়তে পারে। খুনখারাবি এমনই অবস্থা আর অপরাধ, রোগের চাইতেও বেতমিজ। এই যেমন, আজ সকালে সবেমাত্র স্নানটান সেরে এসে অন্তর্বাসটুকু গলিয়েছি কি গলাইনি, পল্টনের জোরে পা ফেলার আওয়াজ পেলাম সিঁড়িতে। আজও ধীরেসুস্থে প্রাতরাশ করা কপালে নেই। থর্নডাইক স্নানের ঘর থেকেই বলল, "চলো, অতিথি চলে এসেছেন মনে হচ্ছে।"

বলাই বাহুল্য, থর্নডাইক তখনও স্নানে ছিল। আমি কোনওমতে জামাটা গায়ে চড়িয়ে পল্টনের সামনে এলুম। নিচ থেকে তখন আর একজোড়া পায়ের দ্রুত পদশব্দ উঠে আসছে।

ডাইনিং হলে বেরিয়ে আসতে আসতে দেখি এক ভদ্রলোক উঠে এসেছেন। ভদ্রলোক এত ঘেমেছেন যে দেখলে মনে হবে মাথায় জল দিয়েছেন।

আমাকে দেখে ভদ্রলোক কাঁপা স্বরে বলে উঠলেন, "আপনি ডক্টর থর্নডাইক? মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে মশাই। ভদ্রলোক খুন হয়ে গেছেন তাঁর নিজের অফিসে। আপনি... দয়া করে আমার সঙ্গে একবারটি আসুন।"

ততক্ষণে বাথরোবের গিঁট বাঁধতে বাঁধতে বেরিয়ে এসেছে থর্নডাইক,

বলল, "আমি যাব। তার আগে আপনি ঠান্ডা হয়ে বসে ঘটনাটা বলুন। আর, ব্যক্তিটি যে মারা গিয়েছেন, সে বিষয়ে কি আপনি নিশ্চিত?"

"একদম মশাই। মরে কাঠ। পুলিশ দেখেছে..."

"এক মিনিট," থামিয়ে দিল থর্নডাইক, "পুলিশ কি জানে আমি আসছি?"

"হ্যাঁ, সে আর বলতে হবে না। পুলিশের সার্জেন্টকে জানিয়েছি এবং আপনাকে নিয়ে আমি ফিরে না যাওয়া অবধি কিছু করা হবে না, সেটা তারা বলেই দিয়েছে। এখন আপনি দয়া করে চলুন।" একটা কাতর আকুতি ফুটে উঠল ভদ্রলোকের মুখে।

টোস্ট আর পোচ ঠেসে গলায় ঢুকিয়ে বেরিয়ে এলাম। কারণ, জানলা দিয়ে দেখে নিয়েছিলাম ভদ্রলোকের ফিটনখানা বাইরে অপেক্ষা করছে। সকালবেলা এই ইনার টেম্পলের রাস্তায় বেশ ভিড় হয়। এই সময় খামোখা একটা গাড়ি রাস্তা জুড়ে থাকলে বিশাল সমস্যা। কোনওমতে সবুজ ব্যাগটা নিয়ে ছুটতে ছুটতে নেমে এলাম দু'জনে। এই সবুজ ব্যাগের মাহাত্ম্য আশা করি এতদিনে আপনারা জেনে গেছেন। গোটা ফরেনসিক ল্যাবটার মিনি সংস্করণ এটি।

গাড়ি ওয়েস্টমিনস্টারের দিকে এগোল। আমরা কথা শুরু করলাম। বিষয়টা আগে জেনে নেওয়া প্রয়োজন। ভদ্রলোক ততক্ষণে খানিকটা ঠান্ডা হয়েছেন।

"আমার নাম হেনরি কার্টিস, এই আমার কার্ড। আর এই যে কার্ডটি, এটা মিস্টার মার্চমন্থের। এই মিস্টার মার্চমন্থ আমার সলিসিটর। আমরা দু'জনে একসঙ্গেই মৃতদেহটি আবিষ্কার করি। তারপর পুলিশে খবর দিই। মার্চমন্থ-ই আপনার কথা বলেছিলেন। আপনি না যাওয়া অবধি যাতে কিছু করা না হয়, সেটা উনি দেখছেন।"

"বুঝলাম। আপনি ঘটনাটা বলুন। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলবেন। কিছু বাদ দেবেন না।"

"হ্যাঁ, তো এই যে ভদ্রলোক, যিনি মারা গেছেন, সেই আলফ্রেড হার্ট্রিজ হলেন আমার হবু জামাইয়ের অভিভাবক, মানে দাদা। কিন্তু কী বলব মশাই, এ'রকম বদমায়েশ লোক লন্ডন শহরের দু'টি আছে কি না সন্দেহ। এদিকে ফেলতেও পারি না। এক তো সম্পর্ক আর দুই, কিছু দায়-দরকারের জন্য চট করে কিছু বলাও যায় না। ওঁকে সাথে নিয়েই আমাদের চলতে হত। কথায় বলে মরা মানুষের নিন্দে-মন্দ করতে নেই, কিন্তু কী করব! এত যন্ত্রণা দিয়েছেন আমায়... যাই হোক, এ'সব কথা আমার সলিসিটর না হয় বলবেন।"

দি কেস অফ প্রিমেডিটেশন

এক

"ঘেউউউউউউউউউ..."

রাতের নিস্তব্ধতা খানখান করে তিনটে সারমেয়র গর্জন ভেসে আসছে দূর থেকে। তিন-তিনটে ব্লাড হাউন্ডের ডাক। রাতের বুক চিরে এগিয়ে চলা এই চারপেয়েগুলো একেকটা সাক্ষাৎ এক-একজন যমদূতের সমান।

কুকুরগুলোর ডাক একটু ফিকে হতেই রাতের এক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা ভেদ করে ঝপ করে একটা ভারী আওয়াজ ভেসে আসে। ওক গাছটার ডালটা একটু নড়ে উঠল কি? হ্যাঁ, এবং সেই ডাল থেকে নেমে দাঁড়াল একজন। অন্ধকার সয়ে যাওয়া দুটো চোখ সে চারপাশটায় বুলিয়ে নেয় একবার। ঠিক পর মুহূর্তেই উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পেরিয়ে যায় বেশ খানিকটা পথ।

আজকের রাতটা বেশ ঠান্ডা। শোঁ শোঁ শব্দে বয়ে চলা ঠান্ডা বাতাসে প্রায় কুঁকড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। তবু সেই ঠান্ডাতেও ছোট্ট ছোট্ট ঘামের বিন্দু জমেছে রাতের এই গোপন অতিথির কপালে। কিছুটা সময় বড় বড় শ্বাস নিয়ে লোকটা আবার পা বাড়ায় সামনের দিকে। ছোট্ট একটা জলাশয় রয়েছে সামনে। সেখানে হাতের রংগুলো ধুয়ে ফেলতে হবে।

মাঝ আকাশে একফালি চাঁদ উঠেছে আজ। তবুও সেই আলো আশেপাশের অন্ধকারকে খুব একটা মুছে ফেলতে পারছে না। রাতের নৈঃশব্দ ভেদ করে এবার শোনা যাচ্ছে জলের ছলাৎছল শব্দ। আঁজলা ভরে জল নিয়ে লোকটা নিজের মুখে চোখে ছিটিয়ে নেয় একবার। তারপর, গায়ে হাতে লেগে থাকা লাল দাগগুলো ধুয়ে নিতে নিতেই, হঠাৎ পকেট থেকে ঝপ করে একটা ভারী কিছু পড়ে যায় জলের মধ্যে। তৎক্ষণাৎ একটা হাত ধাওয়া করে সেই জিনিসটার পেছনে, আর পরমুহূর্তেই জল থেকে তুলে আনে একটা চকচকে ভারী ধাতব বস্তু। যার একপাশের

শানিত ধার তমসার কালো চিরে ঝিলিক দিয়ে ওঠে নিজগুণে। এবার এর একটা গতি করে দিতে পারলেই...

দুই

সময়টা ওই ডিসেম্বরের শুরুর দিক হবে। শরতের মধুর ফুরফুরে আবহাওয়াকে বিদায় জানিয়ে শীতের শ্যেনদৃষ্টি এসে পড়েছে আমাদের শহরে। বাইরের কনকনে শৈত্যপ্রবাহে একেবারে হাড় অবধি কাঁপিয়ে দেওয়ার জোগাড়। আমি প্রাতরাশের প্লেট সাফ করে জম্পেশ করে কফির ভাপ নিতে নিতে এসে বসলাম ফায়ারপ্লেসের সামনে। গায়ের ড্রেসিং গাউনটা আরও একটু ভালোভাবে জড়িয়ে মোজা সহ পা'টা বাড়িয়ে দিলাম ফায়ারপ্লেসের উষ্ণতার দিকে। আহা, এমন দিনে পাইপ ধরিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে থাকার আরামই আলাদা! ভাবলেই মনটা ফুরফুরে হয়ে যায়।

ফায়ারপ্লেসের উষ্ণতায় বেশ আরাম করে গুছিয়ে বসেছি কি বসিনি, থর্নডাইক পেছন থেকে ডেকে উঠল, "এবার মনে হচ্ছে হাউন্ডগুলোর অগ্নিপরীক্ষার সময় চলে এসেছে। এই দেখো, জার্ভিস..."

এমন গুছিয়ে বসার পর, চেয়ার ছেড়ে উঠে থর্নডাইকের থেকে ওর বাড়িয়ে দেওয়া পেপার কাটিংটা নিতে একেবারেই ইচ্ছে করছিল না। ওদিকে থর্নডাইক ঠোঁটের চাপে নিজের প্রিয় পাইপটাকে ধরে নিয়ে জুলুজুলু চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এখন না ফিরলে কথার মারপ্যাঁচে আমার জর্জরিত হওয়ার শমন আসবে নির্ঘাত।

বিরক্ত মুখে উঠে তাই একটু ঘুরে, থর্নডাইকের হাত থেকে পেপার কাটিংটা নিয়ে বললাম, "এ'রকম একটা দিনে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হলে, তা বেশ আরামদায়কই হবে বৈকি!"

থর্নডাইক কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল হয়তো, তার আগেই সিঁড়িতে ভারী বুটের শব্দ শোনা গেল। থর্নডাইক খবরের কাগজটা ভাঁজ করে, দরজার কাছটায় এগিয়ে যায় একবার। আমিও ফায়ারপ্লেসের দিকে পিঠ করে চেয়ারটাকে গুছিয়ে নিয়ে বসলাম।

থর্নডাইক দরজা খুলতেই দেখা গেল একজন উর্দিধারী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন।

"আপনিই কি ডক্টর থর্নডাইক?"

"নমস্কার। ভেতরে আসুন।"

প্রতিধ্বনি

"বাচ্চারা সাধারণত ভগবানের রূপ হয় জানেন তো, ওরা নিষ্পাপ। আমার বাচ্চাদের দারুণ লাগে।" ভদ্রলোকের কথাগুলো শুনছিলেন মিসেস টমাস সলি। তাঁর এই সরাইখানায় এই ধরনের লোকজন নিত্য আসে। এইসব নাবিকদের জীবনে কিছুই নেই, নারীসঙ্গ পায় না। তাই তাঁকে দেখলেই এ'রকম তোষামুদে কথা বলতে থাকে। প্রথম প্রথম এগুলোতে গা জ্বলত, কিন্তু এখন দেখছেন দু-চারটে কথার বদলে ভালোই রেস্ত পাওয়া যায়। এই তল্লাটে তাঁর সরাইখানা সেরা, অতএব ভাবার কিছু নেই। একটা মিষ্টি হাসি ছুড়ে দিলেন মিসেস সলি। ততক্ষণে তাঁর বাচ্চাকে নামিয়ে পাইপ ধরাতে লেগেছেন ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের ফোকলা মাড়ি দেখে তাঁর আড়াই বছরের ছানাটা হি হি করে হেসে উঠল। ভদ্রলোকও আমোদ পেয়েছেন বোঝা গেল, আর একবার পুঁচকেটাকে কোলে তুলে নিলেন। ভদ্রলোক কি কিছু বলতে চান? কেমন একটা মনে হল মিসেস সলির। বারবার করে বাচ্চাটাকে কোলে তুলছেন, নামাচ্ছেন। শেষে আমতা আমতা করে বলেই ফেললেন ভদ্রলোক, "ইয়ে... মানে, আমি একটা কথা বলব, যদি কিছু মনে না করেন।"

***

আচমকা প্রাপ্তিযোগে মিসেস সলি বেশ খুশি। সামান্য বাক্স রাখার জন্য যদি পয়সা উপার্জন করা যায়, এর থেকে আর ভালো আর কী হতে পারে! যাক গে, যাক। ভদ্রলোক তখন প্রায় বেরিয়ে গেছেন, আর একবার পিছু ডাকলেন মিসেস সলি। একটা ফিডব্যাক নেবেন। এটা তিনি নতুন শুরু করেছেন— তাঁর আপ্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে কাস্টমারের মূল্যবান মতামত গ্রন্থিত করা। এতে ব্যাবসার ভালো প্রচার হয়।

আধঘণ্টা পর নদীঘাট

"তোমাদের ব্যাপারটা কী বলো তো, বাবু? দেখছ, একটা দরকারি কাজে যাব, খবর পেয়েও তোমরা এখনও একটা নৌকো জোগাড় করে দিতে পারোনি! আমি কী বলব বলো তো? কর্তৃপক্ষ খোদ আমাকে চিঠি দিয়েছেন, এ'রকম হলে কিন্তু কর্তৃপক্ষ রীতিমতো সমস্যা শুরু করবেন। তোমরা কী করে এ'রকম কাজ কর, আমি তো বুঝি না! তোমাদের কাছ থেকে আমি একটু ভালো কিছু আশা করতে পারব না? যাই বলো, এটা কিন্তু খুব বাজে কাজ করেছ। আমি জানি না, কর্তৃপক্ষকে আমি কীভাবে সামলাব। এখন কিছু একটা জোগাড় করে দাও, সেখানে সে মানুষটা অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে। দেখি যদি কিছু একটা ব্যবস্থা করা যায়। তাকে যদি নিয়ে আসা যায়। অন্তত একটা মাছ ধরার নৌকা জোগাড় করে দাও। আর আমি কিছু জানি না, ব্যস!" গজগজ করতে থাকেন একটু আগে দেখা সরাইখানার সেই ভদ্রলোক।

দ্য গার্ডলার লাইটহাউস

লণ্ঠনটার সলতেটা নামিয়ে নিশ্চেষ্টভাবে বসেছিল হ্যারি। অবশ্য ভাঙা পা নিয়ে কী-ই বা করবে সে? এতক্ষণ তবু লণ্ঠনের তাপে খানিক সেঁক দিয়ে একটু আরাম লাগছিল। এখন আবার কটকটে যন্ত্রণাটা ফিরে আসছে। আজকের জোয়ারটাও গেল। ধুস্স্। অবশ্য তার আর একজন সহকর্মী টম নিশ্চেষ্ট ছিল না। মাঝেমাঝেই উঠে যাচ্ছিল আর দূরবীনে চোখ রেখে, আবার মুখখানা বেজার করে এসে বসে পড়ছিল চেয়ারে। ওকে বাড়ি ফেরাতেই হবে। ডাক্তার না দেখালে হবে না। রিকুলভার থেকে বোটে বদলি কেউ আসবে, তবে ও যেতে পারবে। এদিকে কিছু আসছেও না তো রিকুলভারের দিক থেকে! শেষ পর্যন্ত ফিরতি কোনও জাহাজ দেখে হ্যারিকে ছাড়তেই হবে। যেভাবে ওর যন্ত্রণা বাড়ছে, তাতে এভাবে ফেলে রাখা ঠিক নয়। শেষে একটা বড়ো ক্ষতি হয়ে যাবে।

এই নিঃসঙ্গ লাইটহাউসে একা থাকতে চায় না টম। এই লাইটহাউসের চাকরি আর কনডেম্ড সেলের বন্দিদশা একই ব্যাপার। রোগ হলেও দেখার কেউ নেই। একটা পাথুরে টিলা আর তার বুকে একখানা লাইটহাউস। আশেপাশে মাত্র কয়েক হাত জায়গা, তা-ও কেবল এবড়ো-খেবড়ো পাথরে